ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ক্ষমা চাইলেন রাভিনা

পৃঃ ৫

আইপিএল দিয়েই মাঠে ফিরবেন পান্ত

পৃঃ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪১ ● কলকাতা ● ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

## নীরব মোদী-শাহ, ২২ বছর আগে

## সংসদ হামলায় কী করেছিলেন বাজপেয়ী, আদবানীরা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** গত ১৩ ডিসেম্বর লোকসভার দুই ভিজিটরের ক্যানিস্টার নিয়ে ঢুকে পড়া, ধোঁয়া ছড়িয়ে অধিবেশন কক্ষে আতঙ্ক তৈরির ঘটনা নিয়ে শুক্রবার পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার জবাবদিহি করেনি। বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে অনড়।রাজনৈতিক মহলের মতে, মোদী সরকার আলোচনা বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি এড়িয়ে যাওয়ার কারণ, বিক্ষোভকারীদের তোলা বিষয়গুলি, যা সরকারের জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর। ২২ বছর আগের সংসদ হামলার সঙ্গে যার কোনও মিল নেই। বিক্ষোভকারীরা দারিদ্র, বেকারি, দ্রব্যমূল বৃদ্ধি এবং মণিপুরের ঘটনা নিয়ে সরব হন। সরকার পক্ষ বুঝেছে, বিতর্ক, আলোচনায় বিরোধীরা নিরাপত্তার পাশাপাশি বেকারি, মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয়গুলি নিয়েও সরকারকে চেপে ধরার চেষ্টা করবে। লোকসভা ভোটের মুখে সরকার সেই ঝুঁকি নিতে চাইল না। নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বদাই বিজেপির অস্ত্র। গেরুয়া শিবির ভারত বিপন্ন বলে পাল্টা প্রচার শুরু করলেও সংসদে সরকার নীরব থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে মুখ না খুললেও একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে গিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ঘটনাটি নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন। প্রতিবাদী বিরোধী সাংসদদের ১৪জনকে শীতকালীন অধিবেশনের বাকি দিনগুলির

এরপর ৩ পাতায়

## ভারতের সঙ্গে জলচুক্তি বাতিল করছে মলদ্বীপ

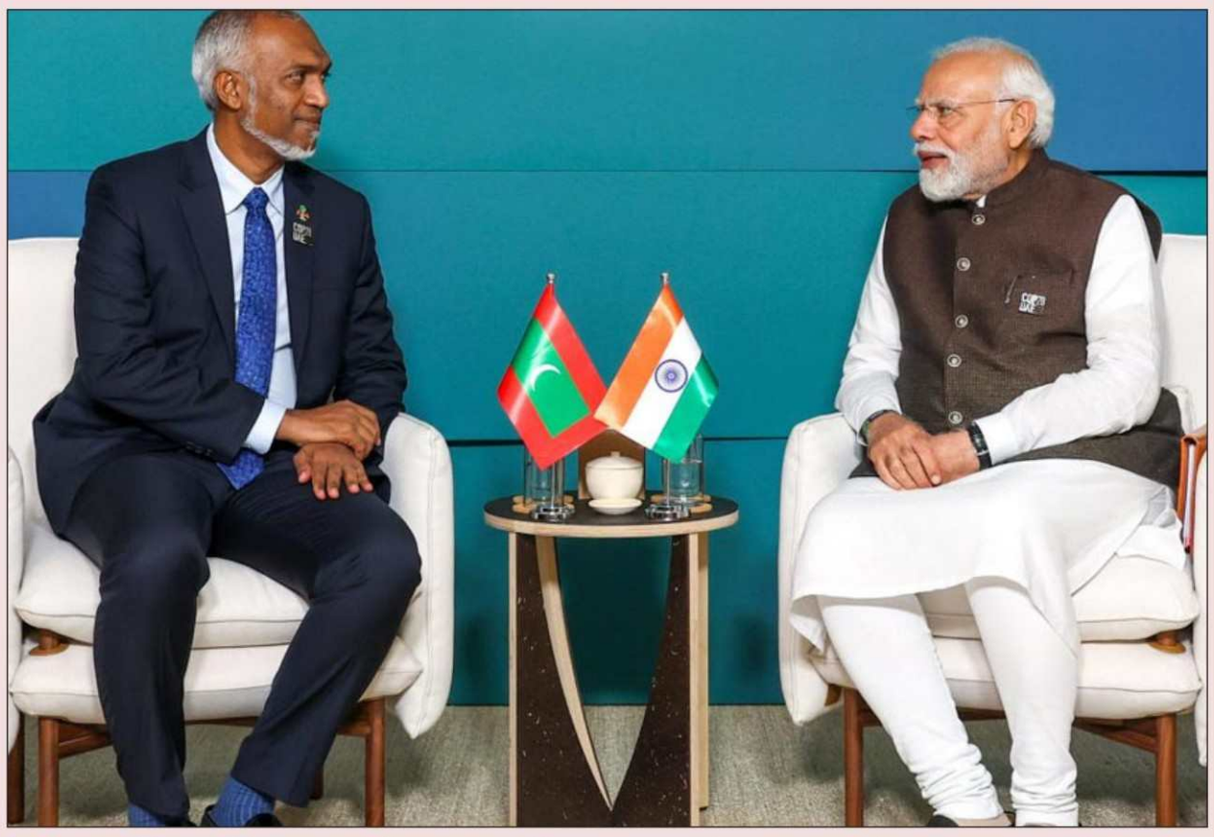

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** যত দিন যাচ্ছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্র মলদ্বীপ। সে দেশ যে চিনের হয়ে সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধেছে, তা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। প্রথমে ভারতীয় সেনা অপসারণের বিষয়ে মোদী সরকারকে অনুরোধ জানানোর পর এ বার ভারতের সঙ্গে ৪ বছরের পুরনো একটি চুক্তি এ বার বাতিলের পথে মলদ্বীপের নতুন সরকার।ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের একাধিপত্যের মোকাবিলা করতে অধুনা সক্রিয় মোদী সরকার। আমেরিকার নেতৃত্বে গড়া কোয়াড-এ তারা প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তার আগে সমুদ্রপথ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগে পড়ছে সাউথ ব্লক। গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন মহম্মদ মুইজ্জু। চিন ঘনিষ্ঠ এই নেতার এই অবস্থানে কপালে ভাঁজ পড়েছে নয়াদিল্লির। যিনি গোড়াতেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সরকার সলি-র মতো 'ভারতই প্রথম' নীতি নিয়ে চলবে না। সে দেশে এমনিতেই ভারত-বিরোধী একটি রাজনৈতিক হাওয়া বইতে শুরু করেছিল ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সে সময় মলদ্বীপের সঙ্গে তাদের একটি নৌ ঘাঁটির নির্মাণ, সহায়তা এবং রক্ষণবেক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তিতে সই করেছিল নয়াদিল্লি। যদিও তা তৈরি হয়েছিল মলদ্বীপের জন্যই, কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল, আসলে ভারত নিজের কৌশলগত সুবিধার জন্য মলদ্বীপের জলপথ ব্যবহার করছে। সলি জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন বলে নির্বাচনী প্রচার করেন মহম্মদ মুইজ্জু। ভারতের মলদ্বীপকে উপহার দেওয়া দুটি ধ্রুব হেলিকপ্টার নিয়েও সলির বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রচার চালিয়েছে।প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে

এরপর ৩ পাতায়

## কেষ্টর প্রাক্তন দেহরক্ষীকে

## এন আই এ জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই নলহাটি থেকে উদ্ধার বিপুল বিস্ফোরক

**বীরভূম: নিউজ সারাদিন :** মহম্মদবাজারে বিস্ফোরক উদ্ধারে অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই ফের বীরভূম থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। এবার নলহাটি থেকে হদিশ মিলল বিস্ফোরকের।এক দিকে যখন মহম্মদবাজারে জিলেটিন স্টিক উদ্ধারকাণ্ডে তিহাড় জেলে বন্দি সায়গল হোসেনকে জেরা করল এন আই এ, অন্য দিকে তখনই নলহাটিতে এই বিস্ফোরকের হদিস। সূত্রের খবর, এন আই এ জানতে চায়, বিস্ফোরকের কারবারিদের সঙ্গেও কি সায়গল হোসেনের যোগাযোগ ছিল? প্রভাবশালী যোগ ছাড়া কি এই বিস্ফোরকের কারবার চলতে পারে? গত কাল সায়গলকে জেরা করে এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজে এন আই এ।উদ্ধার ২১ হাজার ডিটোনেটর, ২৪ হাজার জিলেটিন স্টিক এবং ১৪ বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। নলহাটির পরিত্যক্ত পাথর ক্রাশারের অফিসে হানা দিয়ে বিস্ফোরক উদ্ধার পুলিশের। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে ধরেনি পুলিশ। একাংশের ধারণা, পাথর খাদান ভাঙার জন্য এই বিস্ফোরক মজুত করে রাখা হতে পারে। আপাতত বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, রামপুরহাটের এসডিপিও ধীমান মিত্রের নেতৃত্বে গত বৃহস্পতিবার রাতে রামপুরহাট পুলিসের একটি টিম নলহাটির

এরপর ৩ পাতায়

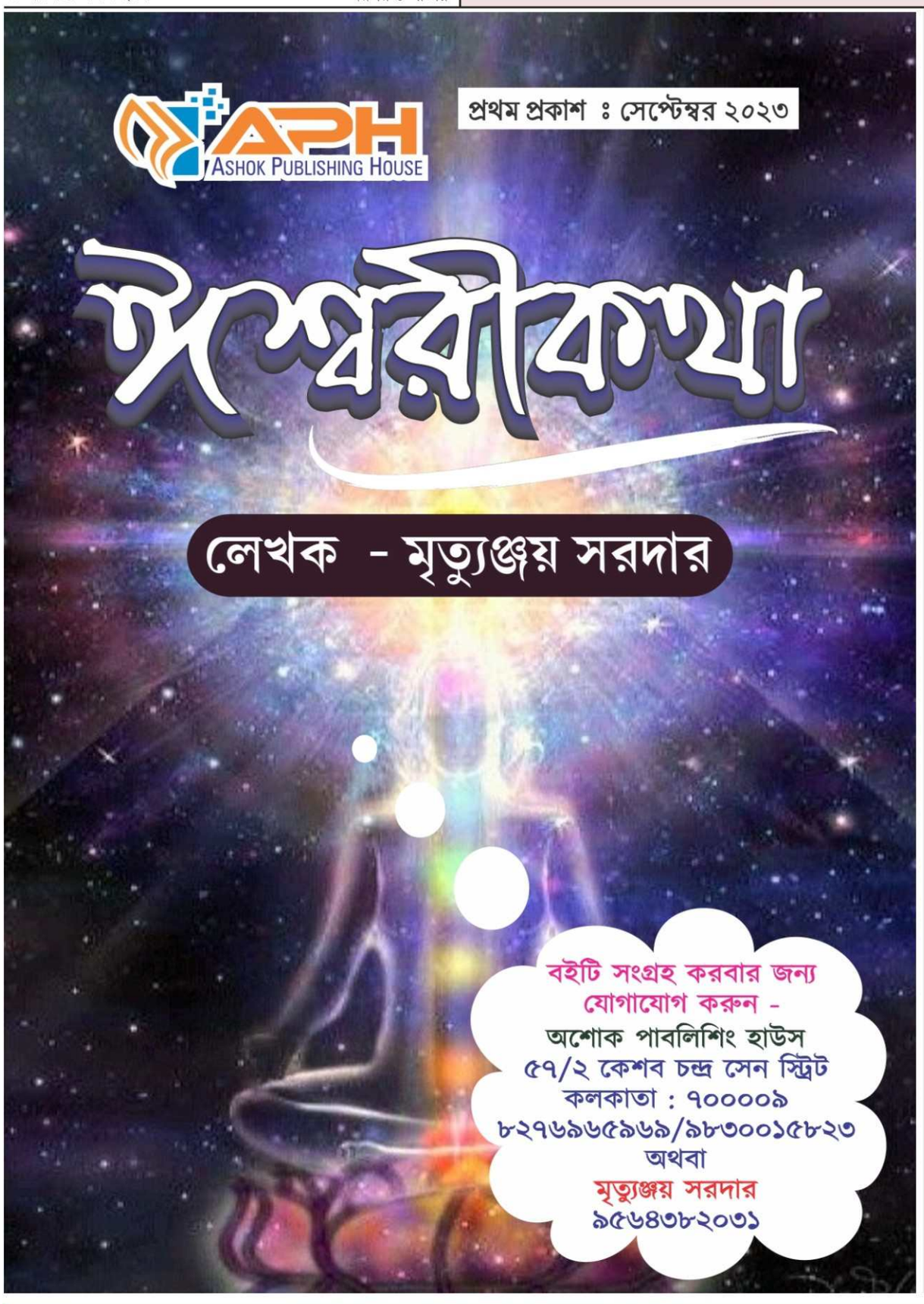


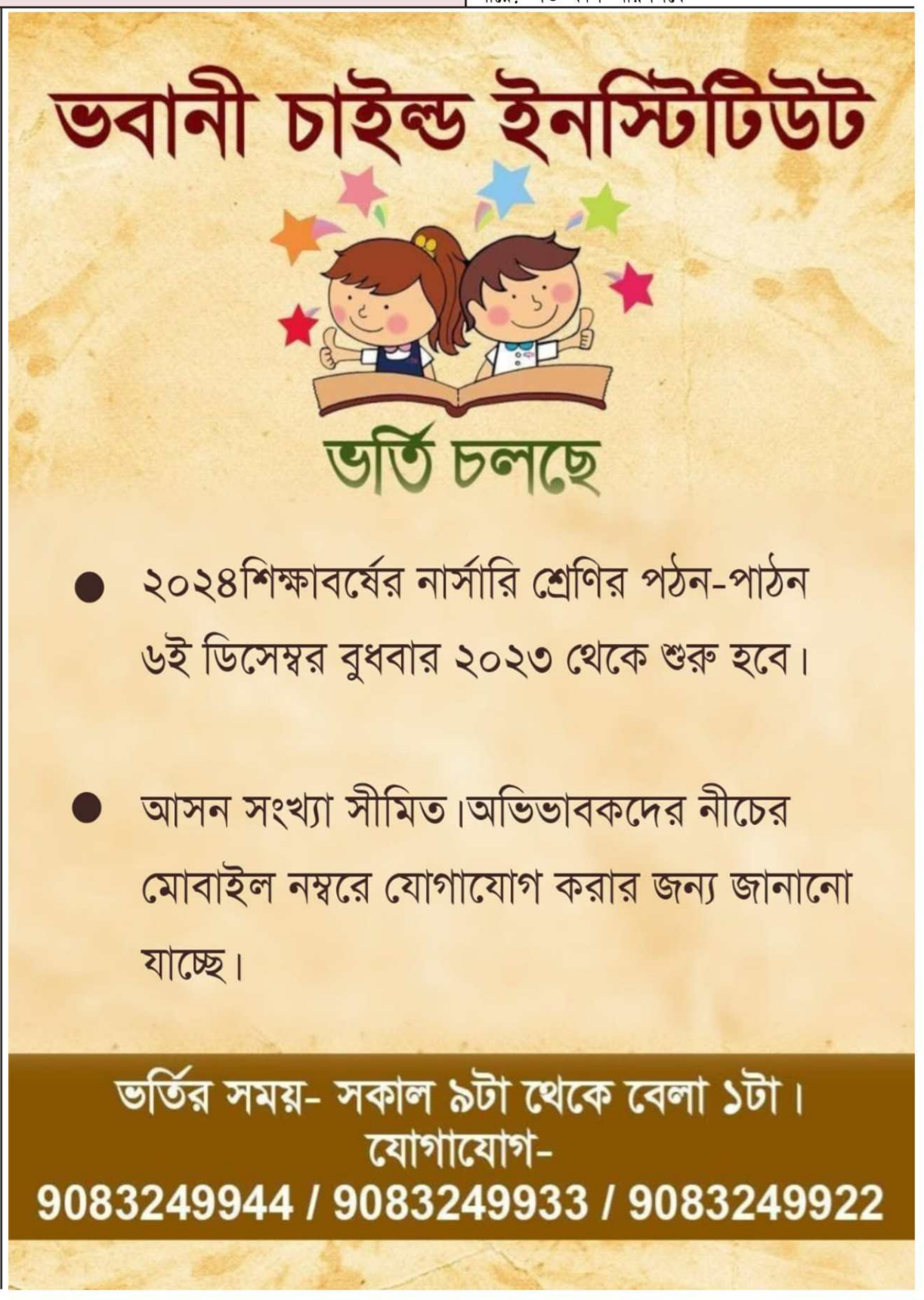

## অনুপমের 'ঘরওয়াপসি'

# জল্পনা বাড়িয়ে দিলেন কাজল শেখ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ছিলেন তৃণমূলের সাংসদ। দলবদলে হয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক। পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা। আপাতত সেটাও অতীত। প্রত্যাহার হয়েছে সেই নিরাপত্তা বলয়। দল বদলে লাভের লাভ সে অর্থে কিছুই হয়নি। এবার তাঁর 'ঘরওয়াপসি' জল্পনাকে বাড়িয়ে দিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ।ঠিক কী বলেছেন কাজল? বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি জানিয়েছেন, 'অনুপম অত্যন্ত ভালো ছেলে। শিক্ষিত বলেই বিজেপির সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না ওঁর। তৃণমূলে আসতে চাইলে আমার তরফে স্বাগত। বাকিটা রাজ্য নেতৃত্বের উপর নির্ভর করছে। আশা করি, ওঁর শুভবুদ্ধির উদয় হবে। অনুপম হাজরা একটা শিক্ষিত ছেলে। ওঁর সঙ্গে আমি মিশেছি, তাই জানি। যদিও এখন তিনি আমাদের দলে নেই, বিজেপি করেন। কিন্তু যে ভাল তাঁকে তো আর খারাপ বলতে পারব না। শিক্ষিত মানুষ হিসেবে উনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে কোথাও নিশ্চয়ই অন্যায় হচ্ছে। গোটা দেশে বিজেপি মানুষের মধ্যে ধর্ম ও জাতের নামে বিভেদ করতে চাইছে। অনুপম হয়তো সেটা মেনে নিতে পারছে না। সেই কারণে সত্যিটা বলছেন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য যা করেছেন, যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার প্রতিবাদ করবে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক হিসেবে অনুপমও প্রতিবাদ করেছেন। এই জন্য বললাম ও ভাল ছেলে। আমরা আলাদা দল করি, তাই আমাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। তৃণমূলে আসতে হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনও লাভ নেই। রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে তৃণমূলে এলে আমি তাঁকে স্বাগত জানাব।' কাজলের মন্তব্যের কোনও প্রতিক্রিয়া অবশ্য দেননি অনুপম। বরং 'নীরব' অবস্থান নিয়ে তাঁর তৃণমূলে ফেরার জল্পনাকে আরও উস্কে দিচ্ছেন ক্ষণে ক্ষণে।নজরে বীরভূম জেলার বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অনুপম হাজরা। অনুপমের তৃণমূল ছাড়ার নেপথ্যে ছিল জেলায় দলের মাথা অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়া। আবার অনুব্রতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল না কাজলেরও। সেই অর্থে কাজল ও অনুপম দুইজনই অনুব্রত বিরোধী। এবার সেই কাজলই জানিয়ে দিলেন, 'অনুপম তৃণমূলে এলে আমি তাঁকে স্বাগত জানাব। অনুপম যদি আমাদের দলে আসতে চায়, সেটা রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে। তাই সেই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'বেশ কয়েকমাস নানা কারণে বিজেপির বীরভূম নেতৃত্বের সঙ্গে অনুপমের সংঘাত সর্বজনবিদিত। সেই আবহে বিশ্বভারতীর ফলক-বিতর্কে তৃণমূলের ধর্নামঞ্চে হাজির হয়েছিলেন অনুপম। তখনই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছড়িয়েছিল, তৃণমূলের সঙ্গে কি ফের সখ্যভাব তৈরি করছেন অনুপম? তবে, এ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি বিজেপির এই সর্বভারতীয় নেতা। তবে, বিজেপির জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে অনুপম কোনও মন্তব্য না করলেও একটি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে তিনি লেখেন-'আমি চোরমুক্ত বিজেপি চাই। খেলা এখনও অনেক বাকি।' কী খেলা বাকি, তা অবশ্য খোলসা করেননি অনুপম। আর ঠিক তার পরেই কাজল শেখের 'আমন্ত্রণ বার্তা' বেশ তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

## উদ্ভাবন অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি

# গড়ে তোলা সম্পর্কিত ভারত - মার্কিন মউ স্বাক্ষরের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে উদ্ভাবন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরের খসড়া অনুমোদিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবছর ৮ থেকে ১০ মার্চ মার্কিন বাণিজ্য সচিব জিনা রেমোন্ডোর ভারত সফরকালে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতার প্রসার সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতার বিষয়ে যে আলোচ্যসূচি স্থির করা হয়, তাতে ছিল যোগানশৃঙ্খল, জলবায়ু ও দূষণ মুক্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে সহযোগিতা বিনিময়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ এবং অতিমারী পরবর্তীকালে বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তথা স্টার্টআপ সংস্থাগুলির আর্থিক পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার। মেধা, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশের অগ্রগতির জন্য একটি নতুন ওয়ার্কিং গ্রুপ গড়ে তোলার কথাও ছিল ঐ আলোচ্যসূচির মধ্যে। এই ওয়ার্কিং গ্রুপের কাজ সম্পর্কে ব্যখ্যা করে বলা হয়, স্টার্টআপ সংস্থাগুলির নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের কাজে সর্বতো ভাবে সমর্থন যুগিয়ে যাওয়া। আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিস্টার বাইডেনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর যে যৌথ বিবৃতিটি ২০২৩-এর জুন মাসে প্রকাশিত হয়, তাতে উদ্ভাবন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা প্রসারের বিষয়টিকে স্বাগত জানানো হয়। ঐ বিলটিতে বলা হয় যে উদ্ভাবন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুদেশের স্টার্টআপ অনুকূল পরিস্থিতিকে অক্ষুণ্ন রাখার সাথে সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যেসমস্ত নির্দিষ্ট অন্তরায়গুলি রয়েছে তা দূর করা। প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ তথা নতুন নতুন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন প্রচেষ্টা তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মতো বিষয়গুলিতেও আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই সহযোগিতা বিনিময়ের আওতায় একটি জি২জি মউ স্বাক্ষরিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোয় এবছরের ১৪ নভেম্বর। ভারত - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্ভাবন প্রচেষ্টা বিনিময় সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ, বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন ইত্যাদির ওপরও বিশেষ জোর দেওয়ার কথা বলা হয়। এরমধ্যে হ্যাকাথন, উদার উদ্ভাবন সম্পর্কিত কর্মসূচি, তথ্য বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টা বিনিময়ের ওপরও জোর দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের গোড়ায় এসম্পর্কিত একটি প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে ফেলার অনুকূলেও মত প্রকাশ করা হয়। উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধাকে আরও প্রসারিত করার ক্ষেত্রেও এই মউ স্বাক্ষরের বিষয়টি একটি সফল উদ্যোগ বলে মনে করে ভারত ও আমেরিকা দুটি দেশই।

## ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবীকে

# ১৫ কোটি ডলার জরিমানা আদালতের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি গিলিয়ানিরকে ১৫ কোটি ডলার জরিমানা করলো আদালত। রুডি দীর্ঘদিন ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন এবং নিউইয়র্ক শহরের প্রাক্তন মেয়র ছিলেন। জানা গিয়েছে , ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় দুই নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন আইনজীবী রুডি।

এদিন শুনানিতে ফেডারেল আদালতের বিচারক বলেন,'ইচ্ছাকৃতভাবে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া এবং নাগরিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী রুডি গিলিয়ানির। তাই তাঁকে ১৫ কোটি ডলার জরিমানা দিতে হবে।' তবে এই রায়ের পর গিলিয়ানি বলেন, তিনি এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় গিলিয়ানি দাবি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের হয়েছে সেটি 'অযৌক্তিক'।তার এমন মিথ্যা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হন এই দুই নারী। তারা আদালতকে জানান, সবশেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তারা জর্জিয়ার ফুলটন কাউন্টিতে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেন।

রুডির এমন মিথ্যা দাবির পর জীবন নিয়েও আশঙ্কায় পড়ে দুই মহিলা। আদালতের রায়ের পর শুক্রবার ওয়াড্রিয়া মস বলেন,'আমাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া হলো কোনো নির্বাচনী কর্মী, ভোটার বা স্কুল বোর্ডের সদস্য বা অন্য যে কেউ কখনো যেন আমরা যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি তার মুখোমুখি না হয়।' তবে এদিনের রায় দানের পর খানিক স্বস্তি পেল দুই নারী।

## অর্থকষ্টে ভোগা কংগ্রেস এবার আপনার কাছেও

# চাঁদা চাইবে, 'দেশের জন্য দাও

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে তিনি আরও একটি 'ভারত জোড়ো' যাত্রা করবেন। আগের বার কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত যাত্রা করেছিলেন। এবার করবেন মুম্বই থেকে মেঘালয় পর্যন্ত। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে আর সময় নেই।কংগ্রেসের এই উদ্যোগকে মহাত্মা গান্ধীর তিলক স্বরাজ তহবিলের সঙ্গে তুলনা করছে কংগ্রেস। ১৯২১-এ বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রথম মৃত্যবার্ষিকীতে মহাত্মা গান্ধী এক কোটি টাকা সংগ্রহের অভিযান শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের খরচ জোগাতে ওই অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়।

দলীয় সূত্রের খবর, কেরল কংগ্রেস বছর দুই আগে এই ভাবে মোটা টাকা সংগ্রহ করে। কংগ্রেস সমর্থক নন এমন মানুষও তখন হাত শিবিরকে চাঁদা দিয়েছেন। বাড়ি বাড়ি অর্থ সংগ্রহের ফলে জনসংযোগও হয়। আর গোটা দেশ জুড়ে এই জনসংযোগ চালাতে পারলে তা প্রকৃত অর্থেই ভারত জোড়ো হয়ে উঠতে পারে।

সম্ভবত সেই যাত্রা আর হবে না। তবে ভারত জোড়ের মতই এবার অভিনব পদক্ষেপ করতে চাইছে সাবেক জাতীয় দল। তা হল, দেশের জন্য দাও। যার নেপথ্যে অবশ্য কংগ্রেসের অর্থকষ্টটাও এতটা বড় কারণ।

প্রায় দশ বছর কেন্দ্রে ক্ষমতায় নেই কংগ্রেস। কমতে কমতে এখন মাত্র তিনটি রাজ্যে শাসন করছে তারা। এই পরিস্থিতিতে বড় আকারে অর্থ সংগ্রহে নামছে কংগ্রেস। তবে মোড় রাখছে ভারত জোড়ারই। সারা দেশে ক্রাউড ফান্ডিং বা গণ-সংগ্রহ অভিযানে নামার ব্যাপার শনিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন। আগামী ২৮ ডিসেম্বর ১৩৮ তম বর্ষপূর্তি কংগ্রেসের। সেই কারণে ন্যূনতম চাঁদা ধার্য করা হয়েছে ১৩৮ টাকা। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বলা হয়েছে, বেশি পরিমাণ চাঁদার জন্য সম্পন্ন লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সামনেই লোকসভা ভোট। ভোটের খরচ জোগাতে বিপুল টাকা দরকার। কংগ্রেসের বক্তব্য, ইলেকটোরাল বন্ড চালুর পর থেকেই দলের রোজগার কমতে শুরু করেছে। বন্ড বাবদ অর্থের অর্ধেকের বেশি টাকা পাচ্ছে বিজেপি।

গত বছর এমনকী তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে কংগ্রেসের আয় কম ছিল। তৃণমূল ক্রাউন্ড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে তুলেছিল ৩২৭ কোটি টাকা। আর কংগ্রেস ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে ২৩৬ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল। তুলনায় বিজেপি বন্ডের মাধ্যমে পেয়েছিল ১০৩৩ কোটি টাকা।

## আচমকাই এসএসকেএম হাসপাতালে

# জ্যোতিপ্রিয় কন্যা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কেবিনে সিসিটিভি বসানোর নির্দেশ খারিজ হতেই এসএসকেএমে পৌঁছে গেলেন মন্ত্রীর কন্যা ও দাদা। কিছুক্ষণ মন্ত্রীর হাসপাতালে থাকার পর বেরিয়ে যান তাঁরা। তবে কী কারণে তাঁরা হাসপাতালে এসেছিলেন সেবিষয়ে অবশ্য কিছু জানা যায়নি।উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এখন এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসকেএমের কার্ডিওলজি বিভাগে চিকিতসাধীন জ্যোতিপ্রিয়। শনিবার সকালে আচমকাই কার্ডিওলজি বিভাগে আসেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। সেইসঙ্গে আসেন মন্ত্রীর দাদা দেবপ্রিয় মল্লিকও। এদিন সোজা কার্ডিওলজি বিভাগে চলে যান তাঁরা। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁরা চলে যান হাসপাতালের এমএসভিপির অফিসে।তাঁরা কি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সেই বিষয়ে অবশ্য কিছু জানা যায়নি।

শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট জ্যোতিপ্রিয়র কেবিনে সিসিটিভি বসানো খারিজ করে দেয়। তবে কেবিনের বাইরে সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করার কথা জানিয়েছিল আদালত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ যদি জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করতে কেবিনে ঢুকতে চায় তাহলে আগে সিআরপিএফ জওয়ানদের ইডি আধিকারিকদের অনুমতি নিতে হবে। ইডি আধিকারিকরা সবুজ সংকেত দিলেই জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কী জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিক? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য কিছু বলতে চাননি মন্ত্রী কন্যা।

## শীঘ্রই আসছে চন্দ্রযান ৪,

# নয়া টার্গেট জানিয়ে দিলেন ইসরো প্রধান

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মহাকাশ গবেষণায় গোটা বিশ্বের কাছে নয়া দিগন্ত খুলে দিয়েছে চন্দ্রযান ৩। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে সফট ল্যান্ডিং করছে ইসরোর নভোযান। আর এবার চন্দ্রযান ৪ নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো। আগামী চার বছরের মধ্যেই চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য পারি দিতে পারে চন্দ্রযান ৪।ইসরো প্রধান আরও জানিয়েছেন, ভারতের স্পেস স্টেশন তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই নাসা ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে ইসরো। স্পেস স্টেশনের জন্য ইসরো ওই বিদেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি কমন ইন্টারফেস তৈরি করার বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আপাতত সেই টার্গেট নিয়েই এগোচ্ছে ইসরো। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে একথা জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারপার্সন এস সোমনাথ। ২০৪৭ সালে যখন স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তি হবে, তখন ইসরো কোন জায়গায় থাকবে, সেই নিয়ে আলোচনার সময়ই চন্দ্রযান ৪ নিয়ে একথা জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, মহাকাশ গবেষণায় ভারতের আগামীর টার্গেট প্রসঙ্গে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানিয়েছিলেন, ২০৩৫ সালের মধ্যে মহাকাশে একটি স্পেস স্টেশন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর টার্গেটের কথা। তবে এখন তো সবে ২০২৩ সাল। এই টার্গেটগুলি আপাতভাবে অনেকটা দূরে মনে হতে পারে সাধারণ মানুষের। কিন্তু এই বড় সাফল্য আসার আগে ইসরোর আরও বেশ কয়েকটি লম্বা লাফ দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনে বক্তব্য রাখার সময় সেটাই জানিয়ে দিলেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

# ভারতের সঙ্গে জলচুক্তি বাতিল করছে মলদ্বীপ

একের পর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এ বার বাতিল করা হচ্ছে ভারতের সঙ্গে ৪ বছরের আগের পুরনো জল জরিপ সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় নৌবাহিনীর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহায্য করার জন্য মলদ্বীপের জলসীমায় 'হাইড্রোগ্রাফিক' সমীক্ষা চালানোর অনুমতি মিলত। চুক্তি বাতিলে এ বার তা বন্ধ হতে চলেছে।

বৃহস্পতিবার চুক্তি বাতিলের কথা ঘোষণা করেন মলদ্বীপের জননীতি বিষয়ক সচিব মোহাম্মদ ফিরুজুল আবদুল খলিল। সাংবাদিক বৈঠকে খলিল বলেন, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এটির নবীকরণ না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন সরকার। ওই চুক্তি অনুযায়ী মলদ্বীপের জলসীমার উপর দুই দেশ যৌথ ভাবে সমীক্ষা চালাচ্ছিল। মূল কাজটি করছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। প্রাপ্ত তথ্য, নমুনা বিশ্লেষণের দায়িত্বও ছিল ভারতের উপর। মলদ্বীপের প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, জল সংক্রান্ত তথ্য অন্য দেশের হাতে থাকুক, চান না তিনি। এটি দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার জন্য বিপদজনক বলেই মনে করছেন মুইজ্জু।এই চুক্তির আওতায় ভারতীয় নৌবাহিনী গত চার বছর বেশ কিছু সুবিধা ও সুযোগ পেয়েছে। ভারতের সঙ্গে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ইব্রাহিম সলি, যিনি মুইজ্জুর আগে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মুইজ্জু আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সঙ্গে করা চুক্তিগুলি 'পর্যালোচনা' করবেন। ভারতের সঙ্গে এই চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত মুইজ্জুর অধীনে মলদ্বীপের বিদেশ নীতিতে চিনের আধিপত্যকে আরও বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। এই চুক্তি অনুসারে, কোনও এক পক্ষ চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে মেয়াদ শেষ হওয়ার কম পক্ষে ছ'মাস আগে অপর পক্ষকে জানাতে হবে। পাঁচ বছর পর পর এ চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই নবায়ন হওয়ার কথা। মোহাম্মদ ফিরুজুল দাবি করেছেন, এ চুক্তিটি আর নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত

১-ম পাতার পর

# নীরব মোদী-শাহ, ২২ বছর আগে সংসদ হামলায় কী করেছিলেন বাজপেয়ী, আদবানীরা

জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। পরপর দু'দিন বিঘ্ন ঘটেছে অধিবেশনে। স্বভাবতই আলোচনায় এসেছে, ২২ বছর আগে সংসদে হামলার ঘটনার পর কী ভূমিকা ছিল ততকালীন বিজেপি সরকারের।

২০০১-এর ১৩ ডিসেম্বর। ২২ বছর আগের ওই দিনটিকে ভারতের সংসদে জঙ্গি হানা হয়। গত ১৩ ডিসেম্বর সংসদ হামলার ২২তম বর্ষের দিনেই লোকসভার অধিবেশন কক্ষে ধোঁয়া ছড়িয়ে, স্লোগান দিয়ে বেকারি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় দুই তরুণ। ২২ বছর আগের ঘটনায় ততকালীন প্রধানমন্ত্রী তথা লোকসভার নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী নিজেই সংসদে ওই বিষয়ে দু'দিন ধরে আলোচনার জন্য স্পিকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন। প্রথমদিন আলোচনার সূচনা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী। দ্বিতীয় দিন জবাবি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী। সব দলের সাংসদেরা দু'দিন ধরে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। তাতে নিরাপত্তার গাফিলতির প্রশ্নে সরকারের সমালোচনা করলেও বিরোধীরা দেশের সুরক্ষা নিয়ে বাজপেয়ীর পাশে থাকার বার্তা দেন।

এবার মোদী-শাহের সরকার ঠিক উল্টো অবস্থান নিয়ে। ঘটনার পর দিন প্রধানমন্ত্রী সকাল সকাল সংসদের অফিসে পৌঁছে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় তিনি সিনিয়র মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। মনে করা হচ্ছে, তখনই ঠিক হয়, বিরোধীদের দাবি মানা হবে না। সরকার তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করবে।

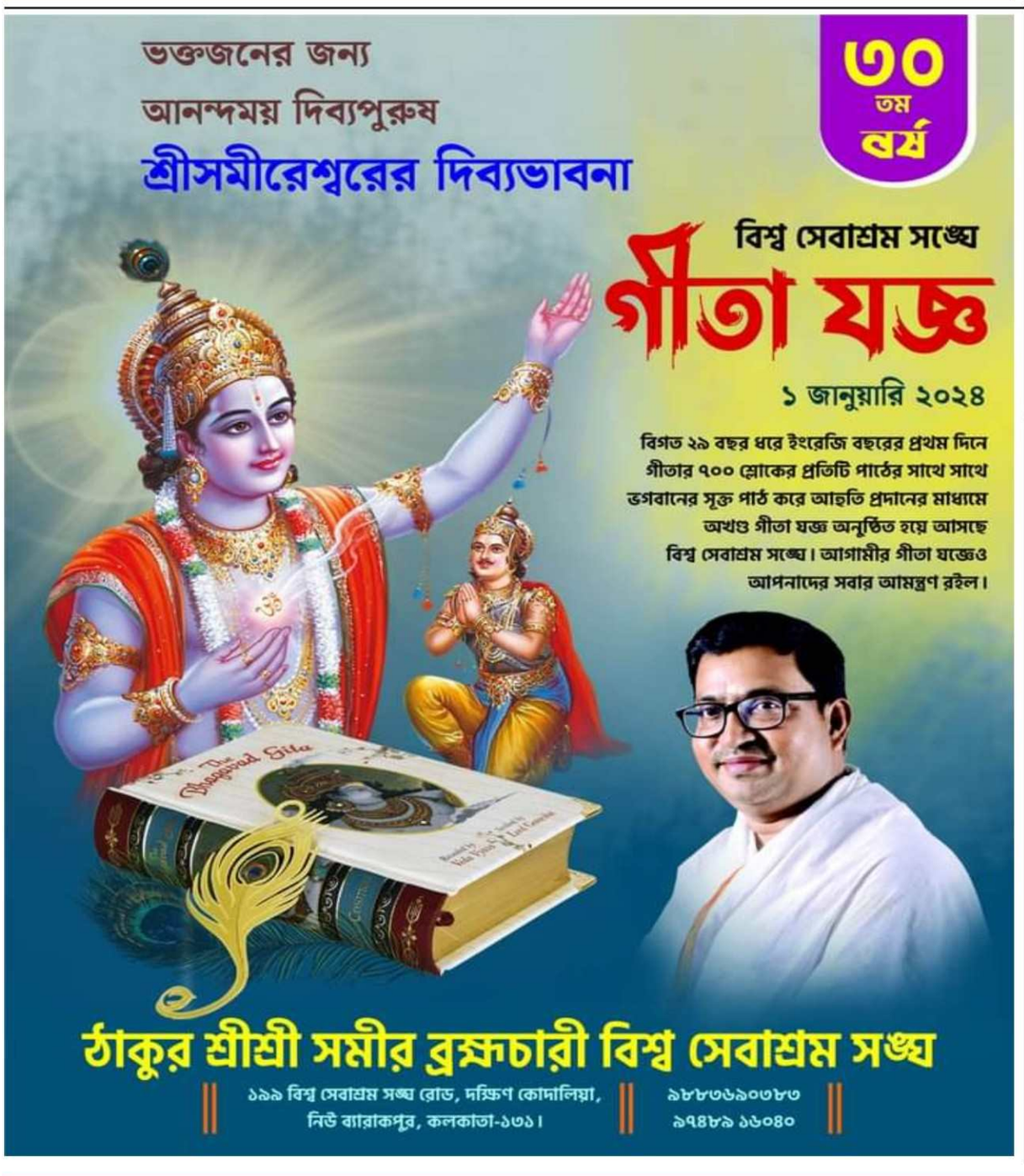



# সংসদে হামলার প্রতিবাদ করায় নয়,

## অন্য কারণে সাসপেন্ড বিরোধী সাংসদরা, সাফাই বিড়লার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সংসদে গ্যাস হামলার পরদিনই লোকসভা থেকে সাসপেন্ড ১৩ জন সাংসদ! রাজ্যসভা থেকেও সাসপেন্ড তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী শিবির প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, সংসদে হামলার প্রতিবাদ করায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে সরকার। কিন্তু লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দাবি, ব্যাপারটা তেমন নয়।বুধবার সংসদের মধ্যে স্মোক বম্ব নিয়ে দুই ব্যক্তির হানা দেওয়ার ঘটনা নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। বৃহস্পতিবারও এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের দুই কক্ষ। নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় আলোচনার দাবি করে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন বিরোধীরা। যার জেরে সাসপেন্ড হয়েছেন মোট ১৪ জন বিরোধী সাংসদ। এদের মধ্যে ৯ জন কংগ্রেসের , দুজন সিপিএমের, একজন ডিএমকের, তৃণমূলের একজন এবং একজন সিপিআইয়ের ।লোকসভা থেকে ১৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার সঙ্গে সংসদে গ্যাস হামলার কোনও সম্পর্ক নেই।

ওম বিড়লা শনিবার লোকসভা সাংসদদের চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন, সংসদে হামলার প্রতিবাদ করায় নয়। ওই ১৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সংসদের মর্যাদা রক্ষার তাগিদে। লোকসভার স্পিকার বলছেন, অনেক রাজনৈতিক দল দেখছি সাংসদদের সাসপেনশনের সঙ্গে লোকসভায় গ্যাস হামলাকে জুড়ে দেখাতে চাইছে। এটা রাজনৈতিক অপচেষ্টা। তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে সংসদের মর্যাদাহানির জন্য। ওম বিড়লার অনুরোধ, এ বিষয়ে রাজনীতি করা উচিত নয় বিরোধীদের।

স্পিকার জানিয়েছেন, সংসদে হামলার বিষয়ে তিনিও উদ্বিগ্ন। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল সেটা খুঁজে বের করার জন্য একটি উচ্চ স্তরীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। ওই কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। শীঘ্রই রিপোর্ট দেবে। শুধু তাই নয়, সংসদ চত্বরে নিরাপত্তার কোনও খামতি থাকল কিনা সেটা খতিয়ে দেখতেও আলাদা একটি কমিটি গড়া হবে।

# কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ডিজিটাল সমাধান সম্ভব করে তুলতে

## ভারত - তানজানিয়া মউ স্বাক্ষরের বিষয়টি পর্যালোচিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এবছর ৯ অক্টোবর তারিখে কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে তানজানিয়া সাধারণতন্ত্রের তথ্য, যোগাযাগ ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ে যে মউটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে অবহিত করা হয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে ডিজিটাল রূপান্তর প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলাই এই মউ স্বাক্ষরের লক্ষ্য। কারণ, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এসম্পর্কিত উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানে স্বাক্ষরিত মউটি বিশেষ পথ দেখাবে বলে মনে করা হয়। সুতরাং মউ স্বাক্ষরের মূল্য উদ্দেশ্য ছিল দুদেশের মধ্যে নিবিড়তর সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ভিত্তিতে ডিজিটাল প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান। বিশেষত ডিজিটাল রূপান্তর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা দুদেশের প্রভূত উপকারে আসবে বলে মউটিতে বলা হয়। মউ চুক্তি স্বাক্ষরকালে আরও বলা হয় যে এই প্রচেষ্টা সফল হলে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই)-এর ক্ষেত্রে জি২জি এবং বি২বি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়নে দুটি দেশই প্রশাসনিক দিক থেকে আর্থিক সহায়তার যোগান দেবে। মউ-এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল, দু-দেশের তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি।

# বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়কে স্মরণ করল বিএসএফ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** শালবাগান স্থিত ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী ১৯৭১ সালের যুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শহীদদের স্মরণে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ. রাম কৃপাল সিং, ডিআইজি (পিএসও), ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আইজি।আইজি বলেন, আমাদের বীরাঙ্গনাদের বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হবে এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নামে নতুন দেশটির জন্ম হয়। বিএসএফ প্রতিটি ফ্রন্টে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের শুধু প্রশিক্ষিতই নয়, বিএসএফ কর্তৃক সামরিক সহায়তাও দেওয়া হয়েছিল। নিরীহ বাঙ্গালী জনগণের উপর পাকবাহিনী কর্তৃক আরোপিত বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিএসএফকে শক্তিশালী ও প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১-ম পাতার পর

# কেষ্টর প্রাক্তন দেহরক্ষীকে এন আই এ জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই নলহাটি থেকে উদ্ধার বিপুল বিস্ফোরক

চন্দননগর গ্রামের পরিত্যক্ত পাথর ক্রাশারের দুটি দফতরে হানা দেয়। সেখানেই বিস্ফোরকগুলি মজুত ছিল বলে অভিযোগ। বীরভূমের ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া ওই এলাকার দুটি পাথর ক্রাশারের পরিত্যক্ত অফিসে যে কিছু থাকতে পারে, সেই নিয়ে গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলেন অভিযানকারীরা। তার পরেই বিস্ফোরকের হদিশ মেলে। আপাতত, দুটি পরিত্যক্ত অফিসের পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বম্ব স্কোয়াড এসে আজই এগুলি উদ্ধার করবে বলে খবর। গত বছরদুয়েক আগে এই এলাকায় বিস্ফোরক উদ্ধারের খবর অনেকটাই শোনা গিয়েছে।গত ২০২২ সালের জুন মাসে যেমন, মহম্মদবাজারে অপারেশন চালিয়ে একটি গাড়ি থেকে ৮১ হাজার পিস ডিটোনেটর উদ্ধার করেছিল এসটিএফ। সেই সূত্রে গ্রেফতার করা হয় আশিস কোড়া নামে এক গাড়িচালককে। তাকে জেরা করে চন্দননগর লাগোয়া লক্ষ্মণমারা পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকার একটি গোডাউনে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ২২৫ প্যাকেট অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ৩ হাজার পিস ডিটোনেটর উদ্ধার করে এসটিএফ। সেই ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে তারা। চলতি বছরের ১১ জুলাই বিস্ফোরক মজুতের অভিযোগে নলহাটির বাহাদুরপুর গ্রামের মনোজ ঘোষ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পঞ্চায়েত ভোটের তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। এই ঘটনার দু'দিন আগে এই মামলায় পাইকরের কুশমোরের তৃণমূল নেতা ইসলাম চৌধুরী এনআইয়ের হাতে ধরা পড়েন। একের পর এক ঘটনার রেশ কাটতে না কাটেই ফের বিস্ফোরক উদ্ধারের খবরের জেরে শিরোনামে নলহাটি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৪১ সংখ্যা ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ রবিবার ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

### মোদীর কাছে যাওয়ার দিনে পাল্টা বিক্ষোভ বিজেপির

আগামী বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মমতা জানিয়েছেন, বৈঠকে বাংলার বঞ্চনা এবং প্রাপ্য আদায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। শুক্রবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, একই দিনে বাংলার বঞ্চনা নিয়ে পথে নামবে রাজ্য বিজেপিও।কিন্তু বিজেপি বাংলার বকেয়া টাকা নিয়ে কথা বলবে কি? জবাবে শুভেন্দু বলেন, "চোরেরা যত দিন না জেলে যাচ্ছে ১০০ দিনের একটা টাকা পাবে না। আগে চোরেরা জেলে যাবে, আবাস যোজনা থেকে তোলামূলের নাম বাদ যাবে তার পরে টাকার প্রশ্ন আসবে।" কিছুটা ব্যাখ্যা করেই বিজেপি বিধায়ক বলেন, "আগে বলত সব তো দিদি দিচ্ছে। দিদিই যদি দেবেন তবে এখন মোদীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন কেন? ইডি সিবিআই টাইট দিয়ে দিয়েছে। তাই এখন টাকা টাকা টাকা করতে হচ্ছে।"দরকারে রাজভবনের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখবেন তাঁরা।

সোমবার তিন দিনের সফরে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা। সফরের শেষ দিনে মোদীর সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার কথা তাঁর। তার আগে শুক্রবার শুভেন্দু ঘোষণা করেছেন, একই দিনে তাঁদের পাল্টা কর্মসূচির কথা। একই সঙ্গে শুভেন্দু এ-ও জানিয়েছেন যে, মোদী-মমতা সাক্ষাতের নেপথ্যে অন্য কোনও 'তত্ত্ব' খুঁজে লাভ নেই। সাক্ষাতপ্রার্থী মুখ্যমন্ত্রীকে সময় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আসলে রাজধর্ম পালন করছেন মাত্র। শুভেন্দু কোন 'তত্ত্ব'-এর দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন? বাংলার রাজনীতির বৃত্তে ঘোরাফেরা করাদের একাংশের মতে, লোকসভা ভোটের আগে ওই বৈঠককে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ 'সমঝোতা বৈঠক' বলে কটাক্ষ করেছেন। শুভেন্দু সেটাকেই খণ্ডন করে বোঝাতে চেয়েছেন, অন্য 'তত্ত্ব' খুঁজে লাভ নেই।শুক্রবার একটি সভার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন শুভেন্দু। সেখানেই তাঁকে মোদী মমতার বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু বলেছেন, "দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাত হচ্ছে না। দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী সময় চেয়েছিলেন। তিনি সেই সময় দিয়েছেন।'

এর আগেও মোদী মমতার বৈঠক নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাজধর্ম পালনের যুক্তি দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। শুক্রবার শুভেন্দুও বলেছেন, "মোদীজি রাজধর্ম পালন করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে এক জন বিজেপির বিধায়ক শুধু বিধায়ক নন, তিনি বিরোধী দলের বিধায়ক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের পঞ্চায়েত হল বিরোধী দলের পঞ্চায়েত। বিডিওরাও এখানে সেই পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন না। কিন্তু মোদীজি তা করেন না। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রাখেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী আগেও যখন সময় চেয়েছেন দিয়েছেন। এখনও দিচ্ছেন।"দেশের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসার কারণ জানিয়ে মমতা নিজেই কিছু দিন আগে বলেছিলেন, "প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তাঁর কাছে ১৮, ১৯ বা ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনও এক দিন সাক্ষাতের সময় চেয়েছি। ১০০ দিনের টাকা, বাংলার বাড়ি, গ্রামীণ রাস্তা এই সমস্ত খাতে বাংলার প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সে নিয়েই কথা বলার আছে। ওরা জিএসটির টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাংলা থেকে। অথচ বাংলার প্রাপ্য সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ভাগের টাকা পাচ্ছি না। সে ব্যাপারেই কথা বলব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।" সূত্রের খবর সেই বৈঠকের জন্য ২০ তারিখ সময় দিয়েছেন মোদী। শুভেন্দুও শুক্রবার সে কথা জানিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, মমতা যে দিন দিল্লিতে বৈঠক করবেন, তখন বিজেপিও বাংলার বঞ্চনার কথা জানিয়ে পথে নামবে কলকাতায়। শুভেন্দুর কথায় "পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি তথা বিরোধী সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়েত সদস্য এবং কাউন্সিলরদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আগামী ২০ তারিখে আমরাও পথে নামব।"

## দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

### খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(শেষ পর্ব)

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক

### সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর ওই পাপের ফলে, কে বলতে পারে পরীক্ষার খাতাতেই হয়তো রেগেমেগে... নাহ থাক,প্রথম থেকে আমি জীবনে একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি। মানুষকে নম্র এবং ভদ্র এবং সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত অবলম্বন করতে গিয়ে, ধর্ম বলে একটি শব্দ কে সামনে রেখে বেঁধে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন নীতি। ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত নিজস্ব ধরে রাখার বিষয়বস্তু, ধর্মের মধ্যে মানুষের উন্নতির পথ ও চলার পথে ভাবমূর্তি তৈরি করে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# আদিবাসীদের অধিপত্য দেব ও দেবী হচ্ছে শিব , কালী আর মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

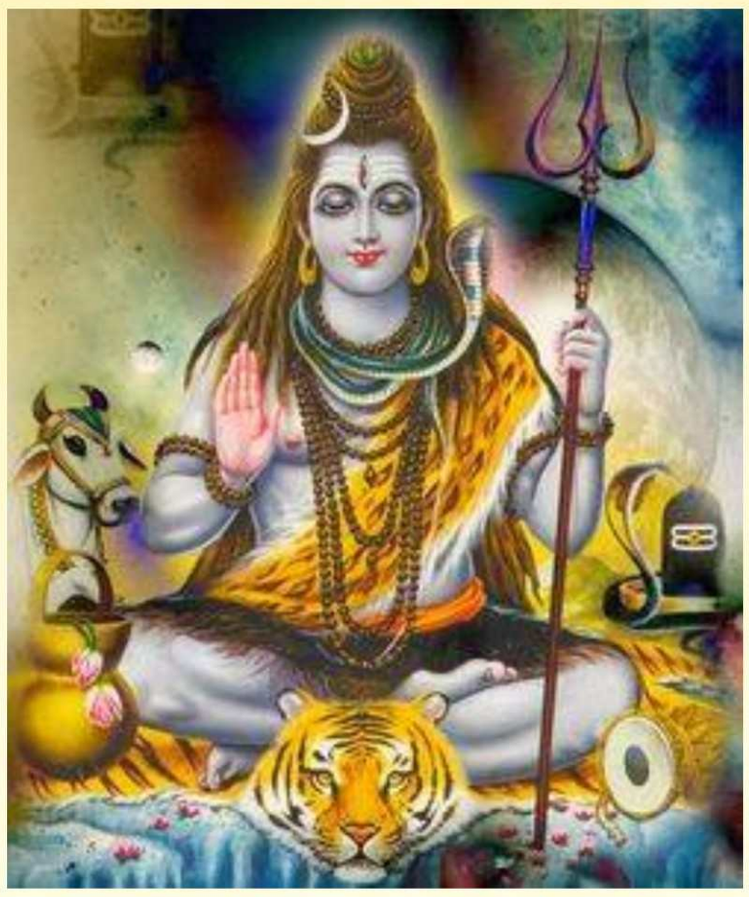

আজকের দিনে বিজ্ঞান অগ্রগতির সাথে সাথে ঈশ্বরের উপরে ভরসা হারিয়ে ফেলছে বহু মানুষ। অনেকের ধারণা ঈশ্বর আদবি নেই, যদি ঈশ্বর থাকতো তাহলে তাকে এত আরাধনা করেই বা কেন মানুষ বিফলে যাচ্ছে। ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি মানুষের ভরসা ক্রমশ হার্স পাচ্ছে, যত পাপি তাপি মানুষ গুলো কলি যুগেই যেন আধিকারী হয়ে আছে। তাই কলিযুগে ঈশ্বরের প্রতি মতাদর্শ ভিন্ন রূপে!অনেকে বলছে ঈশ্বর প্রকৃত বিরাজমান তাকে আমরা সেভাবেই ডাকতে পারিনা, অনেকে বলছে ভগবান বলে এ পৃথিবীতে কিছুই নেই। থাকলে তাহলে আজকের আমাদের এই দুর্দশা পোয়াতে হতো না, কোনটা ঠিক আর কোনটা যে ভূল এই নিয়ে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হীনতায় ভুগছি মানব সমাজ। সেই কারনে বলতে চাই!

সৃষ্টির অনন্তকাল হইতে মানুষ একাধিকবার পরিস্থিতির উপরে শিকার হয়ে পড়ে,সবকিছু বাধার অতিক্রম করেও মানুষ তার লক্ষ্যভেদে পৌঁছায় একটা সময়।চিরন্তন সত্য কথাগুলো আজ যেন কেমন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে,শত বেদনা ও অসহায় যন্ত্রণা সমাজের কুসংস্কার ব্যাধি অপপ্রচার হাত থেকে বের করে নিয়েছিলাম নিজেকে।মিথ্যাচারী ভাওতাবাজ সমাজের বিশিষ্ট দের কথা ছোটবেলা থেকে বিরোধিতা করতাম। ছোট থেকেই সবকিছু জানার ইচ্ছাছিল প্রবল, সত্যটাকে খুঁজে বের করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথ চলেছি।চলার পথে বহু আদিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ছিলাম,আমার জ্যাঠামশাই এর ছোটবেলার বন্ধু স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী তিনিও ছিলেন আদিবাসী। ছোট বেলায় থেকে তার সংস্পর্শে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তিনি সোনারপুর বসবাস করতেন একাধিকবার রাত্রে তাঁর বাড়িতে আমার নিশিযাপন হয়েছিল।স্বপন সরদার এর নামের পদবী ছিল সরদার আমার নামের পদবী ছিল সরদার।উনার সংস্পর্শে আসার পর আমি পড়াশুনার মাঝে আদিবাসীদের কে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম বাংলা সহ বাংলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে। একপ্রকার সুন্দরবনের আদিবাসীদের কে নিয়ে গবেষণা করে চলেছি, আর সেই সূত্র ধরেই বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমার যাতায়াত ছিল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিকবার পা দিয়েছে সেই কারণেই।অজয় নদ পেরিয়ে প্রবেশ করলাম দুমকা জেলায়। ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস। তবে নাম যেহেতু সাঁওতাল পরগনা, তাই সাঁওতালদের নিয়ে কিছু বলা যাক,আর যেন এসব ইতিহাস আমার কাছে অজানা হতে চলেছে। সাঁওতাল আদিবাসীরা বিশ্বাস করে এদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন একলব্য, যাঁকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবে দ্রোনাচার্য তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল গুরুদক্ষিণা হিসাবে চেয়েছিলেন। তাই জানেন কিনা জানিনা, আজকেও সাঁওতালরা তীর ছোড়ার সময় বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে না। অবশ্য এরকম অন্যায় কাজের উদাহরণ তো আমাদের দেশে ভুরি ভুরি ঘটেছে- শত শত একলব্য, শম্বুকদের কথা আর কেই বা মনে রাখে !সাঁওতালরা কিসকু, মুর্মু, হাঁসদা, সরেন, টুডু,মানডি, বাস্কে এই সাতটি গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত।তবে সুন্দর বনের আদিবাসীরা সাঁওতালরা তারা সাঁওতাল ভাষাভাষী নয়, তারা সাদরি ভাষার আদিবাসী, এই সাদরি ভাষায় গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করছিলেন আদিবাসীর সাদরি সুষার এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন স্বপন সরদার। বলাই তীরখী সাদরি ভাষার অক্ষর তৈরি করেছিলেন আদিবাসীদের। তবে এসব কথা আমার বলার বিষয়বস্তু নয় আদিবাসীদের দেবতা প্রসঙ্গে লেখার বিষয়বস্তু আজ।সাঁওতাল নামে এঁদের পরিচিতি পরে হয়েছে, আদিতে সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, মাহালি সবাই এরা পরিচিত ছিল খেরওয়াল গোষ্ঠী হিসাবে। পরে অনেক ছোট ছোট গোষ্ঠী খেরওয়াল গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তোলে, অনেকে হিন্দুও হয়ে যান। কেউ কেউ মুসলমান ও হয়ে যান, যেমন দুমকা পাহাড়ের সাঁওতাল জাদুপটিয়া পটচিত্র শিল্পীরা।শুধু ঝাড় খণ্ডের কথাই যদি ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছি সাঁওতাল ছাড়াও ঝাড়খণ্ডে সর্বমোট ৩২ টি জন জাতির বাস। এদের মধ্যে পুরোপুরি কৃষিজীবী জন জাতি হচ্ছে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো,ওঁরাও , খারিয়া, ভূমিজ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বিরহর, পাহাড়ি খারিয়া ইত্যাদি জাতির আদিতে শিকার করাই ছিল মুখ্য জীবিকা। শিল্প এবং দৈনন্দিন ব্যাবহারের সামগ্রী তৈরি করত মালহার, লোহার, কারমালি, অসুর ইত্যাদি জনজাতি। পাহাড়িয়া জনজাতির লোকেরা ঘুরে ঘুরে কৃষিকাজ করতেন। এসেছি সিধে দুমকার এক পাহাড়তলীতে।ঘন কালচে সবুজে মোরা দুমকা পাহাড়ের কোলে বাবা চুটোনাথ মন্দিরে। ছমছম করা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নামছি মন্দির দর্শনে। এই মন্দির আদিতে ছিল কেবলমাত্র আদিবাসীদের পুজো স্থল, যেখানে শিবলিঙ্গের মতনই দেখতে একটি শিলা পূজিত হয়। লোকমুখে প্রচলিত যে একদা নাকি এখানে নরবলিও হত। তবে হয়তো এসবই গল্প কথা, ভয় জাগানোর জন্য। কিম্বা অনার্য সরল মানুষ গুলির বদনাম করার জন্য, শহুরে মানুষদের রটনা।সে যাই হোক, এই দেবতার থানের অপার মহিমায় বাঙালি, বিহারী, আদিবাসী সবাই বিশ্বাসী। তাই পরে চুটোনাথ থানের আদি শিলাপুজোর স্থলের একদম পাশেই একটি নতুন মন্দির ও দুধ সাদা শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করা হয়, নাম দেওয়া হয় চুটোনাথ শিবমন্দির । এছাড়াও এক বৃহৎ বাঁধানো পুষ্করণীও নির্মিত হয়। মন্দিরের গোড়ায় এক কিশোরী পুজোর ডালি বিক্রি করছে।শিবমন্দিরটি এবং দুধসাদা শিবলিঙ্গ দেখে মন ভরে গেল।এখানের নিয়ম হচ্ছে প্রথমে চুটোনাথ শিবমন্দির দর্শন করে শেষে আদিবাসীদের পূজিত চুটোনাথ বাবার পুজোর থানে পুজো দিতে হবে। আদিবাসী পুরোহিতের নাম প্রকাশ পুচর। এরা সবাই প্রায় ঝাড়খণ্ডের পাহাড়িয়া উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ, সাঁওতাল নয়। আসলে ঝাড়খণ্ডের অধিকাংশ জনজাতির মতই সাঁওতালরা প্রকৃতির উপাসক, মূর্তি পুজো করেনা। জানেন কি জানিনা- ঝাড়খন্ড শুধু নয়, সারা ভারতের অধিকাংশ আদিম জনজাতি কিন্তু মা দুর্গার একেবারে বিপক্ষে, মা দুর্গা এঁদের প্রিয় রাজা ঘোরাসুর বা মহিষাসুরকে অন্যায় ভাবে বধ করেছেন বলে এঁদের বিশ্বাস। অবশ্য ওদের কথা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংখ্যাগুরু সমাজ অর্থাৎ আমরা শুনতেই চাই না। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যা হয়- সমাজের ক্ষমতাবান গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য দেখিয়ে পরাজিত, দুর্বল গোষ্ঠীর কথা শুনতেই চায় না, বাধ্য করে পরাজিত গোষ্ঠীর ওপর নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার।তবে মহাদেও বা শিব ঠাকুর কিন্তু এঁদের প্রিয় দেবতা। আদতে শিব ঠাকুর তো এঁদেরই পূজ্য দেব ছিলেন। অনেক পরে চালাক চতুর আর্যরা শিবকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

cinema TV

## রণবীরের বাবা হবেন রণবীর

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** একজন রণবীর কাপুর, আরেকজন রণবীর সিং দুই রণবীরই বলিউডের নতুন যুগের কান্ডারি। এবার একই ছবিতে দু'জনকে দেখা যাবে। বর্তমানে রণবীর কাপুর অভিনীত 'অ্যানিম্যাল' এখন গোটা দুনিয়ায় ঝড় তুলেছে। বক্স অফিসের হিসাব বলছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো হাজারকোটির ক্লাবে ঢুকে পড়বে ছবিটি। অন্যদিকে এ ছবি নিয়ে জুটেছে নিন্দাও। টক্সিক পৌরুষ ও অত্যধিক হিংসা প্রদর্শনের অভিযোগে বিদ্ধ পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। মুক্তির পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়েছে ছবিটি নিয়ে। অনেকের মতে, যতই সাফল্য পাক ছবিটি, মানতে হবে এখানে টক্সিক পৌরুষকে সেলিব্রেট করা হয়েছে। নারীকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। অকারণে মাত্রাছাড়া হিংসার প্রদর্শন করা হয়েছে। সিনেমাটি অনেকের পছন্দ না হলেও রণবীরের অভিনয় নিয়ে সবাই বেশ প্রশংসা করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই খুশি রণবীর। ২০২২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পায় 'ব্রহ্মাস্ত্র: পার্ট ১ শিবা'। এ সিনেমার শেষ দৃশ্যে অমৃতার চরিত্রে দীপিকাকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দেব হিসেবে কাকে দেখা যাবে রণবীর কাপুর নাকি রণবীর সিংকে? এ প্রশ্ন উঠে এসেছিল। পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র ২' ছবিতে রণবীর কাপুরের বাবার চরিত্রে দেখা যাবে রণবীর সিংকে। এরই মধ্যে কি ছবির লুক ফাইনাল করে ফেলেছেন পরিচালক। এমনকি দুই রণবীরকে নিয়ে টুকটাক শুটিংও শেষ করেছেন। পরিচালক অয়ন এখনই এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। এ বিষয়ে আলিয়া জানিয়েছিলেন, ছবিতে যারা কাজ করেছেন তারা ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে জানেন না। ব্যাপারটা যে গোপনে গোপনে ঘটে গেছে, তা এখন স্পষ্ট।

পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায় এখন 'ওয়ার ২'-এর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। রণবীর সিংও 'বাইজু বাওরা'র শুটিংয়ে, এরপরই করবেন 'ডন ৩'। 'ব্রহ্মাস্ত্র-পার্ট ২'-এর শুটিং হবে ২০২৫ সালের শুরুর দিকে। 'ব্রহ্মাস্ত্র-পার্ট২'তে আরেকটা মজার বিষয়ও আছে। ছবিতে প্রথমবার একসঙ্গে বাস্তবের দুটো কাপলকে দেখা যাবে। রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট তো আছেনই, অন্যদিকে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে থাকবেন দীপিকা পাড়ুকোন।

## ক্ষমা চাইলেন রাভিনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** একটি বিতর্কিত মন্তব্যে নিজের সমর্থন জানিয়ে বিপাকে পড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন। আর তাই ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করলেন এই অভিনেত্রী। জানালেন, বিষয়টি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে।

সদ্যই মুক্তি পেয়েছে জোয়া আখতারের নির্মাণে চলচ্চিত্র 'দ্য আর্চিস'। সিনেমাটি মুক্তির আগে থেকেই ছিল তুমুল আলোচনায়। কারণ, 'দ্য আর্চিস' দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয়েছে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দার, গৌরি খান ও শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানার, প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবী ও বলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক বনি কাপুরের ছোট মেয়ে খুশি কাপুরের এবং প্রয়াত সংগীতশিল্পী অমিত সায়গলের কন্যা অদিতির।

তাই সিনেমাটি ঘিরে দর্শক আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। তবে মুক্তির পর সেভাবে দর্শক হৃদয় জয় করতে পারেনি 'দ্য আর্চিস'। পড়তে হচ্ছে সমালোচনায়। নেপোটিজম বিতর্কে বেশ কোনঠাসা 'দ্য আর্চিস'। সিনেমাটি মুক্তির পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সমালোচনা হচ্ছে। তারকা সন্তানদের অভিনয় নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন বেশির ভাগ অনুরাগী। করছেন সমালোচনা।

তেমনই এক সমালোচনাকারী রেডিটে সিনেমার একটি দৃশ্য শেয়ার করে মন্তব্য করেন, 'অভিনয় এখানেই মারা গেছে।' সেই দৃশ্যে অভিনয় করেছেন অগস্ত্য নন্দা ও খুশি কাপুর। আর সেই মন্তব্যে লাইক চেপে নিজের সমর্থন জানান রাভিনা ট্যান্ডন। অর্থাৎ তাদের অভিনয় নিয়ে সেই মন্তব্যকারীর মন্তব্য সমর্থন করছেন রাভিনা।

তবে রাভিনার এমন আচরণে অবাক হয়েছেন অনেক অনুরাগী। কেউ কেউ অভিনেত্রীকে সমর্থনও করেছেন। তবে সেই সমর্থন বার্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন রাভিনা। রাভিনার দেওয়া সেই লাইকটি ইচ্ছাকৃত নয়, এমনটাই জানালেন অভিনেত্রী। ভারতীয় গণমাধ্যমের একাধিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে রাভিনার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি।

অন্তর্জালে নতুন এক পোস্টে রাভিনা জানান, জেনে-বুঝে ওই পোস্টে 'লাইক' দেননি তিনি। বিষয়টা ঘটেছে একদম অজ্ঞাতভাবে। তবে তা সত্ত্বেও কারও খারাপ লেগে থাকলে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। অভিনেত্রী লিখেছেন, টাচ বাটন আর সোশ্যাল মিডিয়া, একটা ছোট্ট ভুলকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। ভুলবশত ওই পোস্টে লাইক পড়ে গেছে। আমি তো এই ব্যাপারটা খেয়ালও করিনি যে (ইনস্টাগ্রাম ফিড) স্ক্রল করার সময় ওটায় লাইক পড়েছে। আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি কোনোপ্রকার অসুবিধার জন্য, অথবা কেউ এই কারণে কষ্ট পেয়ে থাকলে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ সময় অভিনয় থেকে দূরেই ছিলেন রাভিনা। তবে গত বছর দক্ষিণী চলচ্চিত্র 'কেজিএফ ২' দিয়ে ফের পর্দায় ফিরেছেন অভিনেত্রী। এর আগে নেটফ্লিক্সের সিরিজ 'আরণ্যক' দিয়ে দর্শকদের মাঝে সাড়া ফেলেছেন রাভিনা। সামনে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'ওয়েলকাম ৩' সিনেমায় দেখা যাবে রাভিনাকে। এ ছাড়া দক্ষিণের কিছু প্রজেক্টও হাতে রয়েছে অভিনেত্রীর।

## বিয়ে নিয়ে ট্রলিংয়ের জবাব দিলেন পরমব্রত

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও সমাজকর্মী পিয়া চক্রবর্তী গত ২৭ নভেম্বর সাতপাকে বাঁধা পড়েন। বিয়ের দুই সপ্তাহ পর ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে পরমব্রত বিয়ের দুই সপ্তাহের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।

সম্প্রতি ডাবলিং থেকে ভ্রমণ করে ফিরেছেন পরমব্রত। এবছর চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও থাকতে পারেননি তিনি। তবে ক্লোজিং অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় তাকে দেখা যাবে। বিয়ের পরের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন পরমব্রত।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিয়ের পর এমন একটা অদ্ভুত সিচুয়েশনের (পরিস্থিতির) মধ্যে আমি রয়েছি যা বলে বোঝানোর নয়। একদিকে যেমন শুভকামনা ও আমাদের বিবাহিত জীবন সুখী হওয়ার শুভেচ্ছা আসছে অন্যদিকে ট্রলিংয়ের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের নানা রকমের ট্রলিং। কী করব, কী বলব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

পরমব্রত আরও বলেন, 'কারণ আমি ট্রলিং ফলো করি না এবং সেই সময়ও আমার নেই। তবে কাছের মানুষদের কাছ থেকে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে সেগুলো শুনতে পাচ্ছি এবং অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে যা বলে বোঝাতে পারব না। আবার অনেক প্রিয় মানুষ, বন্ধু-বান্ধব অনুরাগীরা আমার নতুন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। প্রথম একটা সপ্তাহ এ শুভেচ্ছা ও ট্রলিংয়ের ব্যালেন্সটা সামলাতেই চলে গেল। তারপর বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলাম খুব ভালো সময় কাটিয়েছি। সবেমাত্র ফিরেছি। তবে সবকিছুকেই আমি খুব স্পোর্টিংলি নিয়ে থাকি।'

২৭ নভেম্বর কলকাতায় যোধপুর পার্কে নিজের বাড়িতেই পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতেই বিয়ে করেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তী। রেজিস্ট্রি করেই সম্পন্ন হয় পরম-পিয়ার বিয়ে। আর বিয়ের পর সমস্ত জল্পনা-কল্পনা ও কৌতূহলের শেষে নিজেই পিয়ার সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ের ছবি পোস্ট করেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

এরপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় একের পর এক ট্রলিং। যার বেশিরভাগটাই ছিল পিয়ার আগের স্বামী অনুপম রায়কে ঘিরে। যেহেতু পরমব্রত এবং অনুপম ভালো বন্ধু ছিলেন, তাই বন্ধুর সাবেক স্ত্রীকে বিয়ে করা নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা।

২০২১ সালে গায়ক সুরকার অনুপম রায় ও পিয়া চক্রবর্তীর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। সেই সময় পিয়ার সঙ্গে পরমব্রত চক্রবর্তীর প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া তো বেশ জল ঘোলা হয়। ততদিনে পরমের বিদেশিনী প্রেমিকা ইকার সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। শোনা যায়, তখনই পরমের কাছাকাছি আসেন পিয়া। একসময় পরম ও অনুপম দুজনেই ভালো বন্ধু ছিলেন।

তবে ২০২১ সালের পর সমীকরণটা বদলে যায়। তখনই শোনা গিয়েছিল পরম ও পিয়ার গোপন প্রেমের সংবাদ। তখন অবশ্য দুজনের কেউই এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। এবার সেই জল্পনাই সত্যি হয়। তবে এ মুহূর্তে পরম-পিয়া আপাতত সুখে-শান্তিতে সংসার করে যাচ্ছেন।

## প্রেমের বিচ্ছেদ, ফের এক হচ্ছেন সারা-কার্তিক

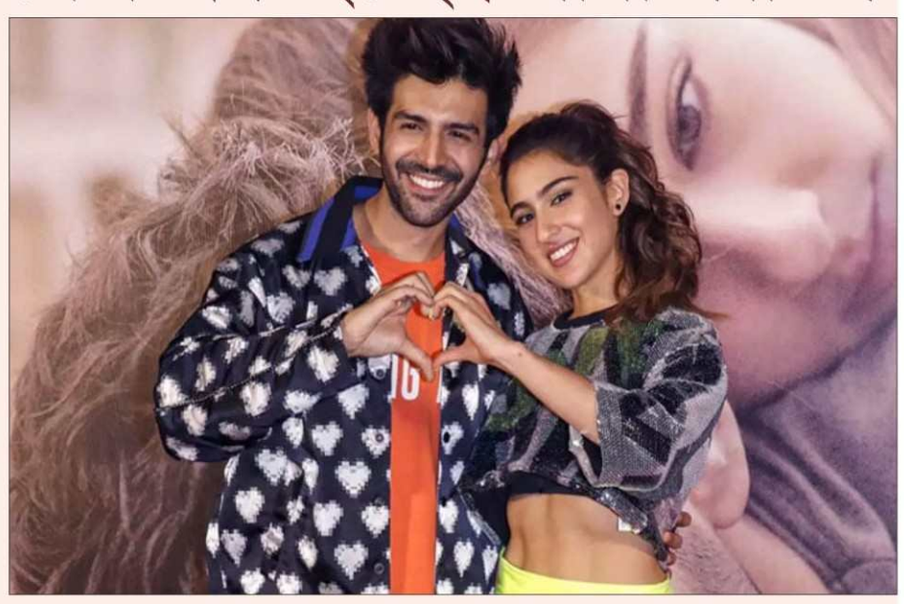

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** 'লাভ আজকাল' সিনেমায় প্রথমবার একসঙ্গে অভিনয় করেন কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলী খান। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন ইমতিয়াজ আলী। ব্যবসায়িকভাবে ছবিটি তেমনভাবে সফল না হলেও তখন ছবির পাত্র-পাত্রীকে ঘিরে শুরু হয় প্রেমের গুঞ্জন। পরবর্তীতে সেই গুঞ্জন সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে। তবে কিছুদিন পর তাদের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙেও যায়। সম্পর্ক ভেঙে গেলেও কার্তিক ও সারার বন্ধুত্বটা অটুট আছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সারা জানান, ব্রেকআপের পর বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা সহজ ছিল না তার জন্য।

প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর ফের এক হচ্ছেন সারা-কার্তিক। তবে বাস্তবে নয়, পর্দায়। 'ভুল ভুলাইয়া ৩' সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে তাদের। চলতি বছরের মার্চে ভুল ভুলাইয়া সিনেমার নতুন সিকুয়েলের ঘোষণা দেয় প্রযোজনা সংস্থা টি-সিরিজ। জানা গিয়েছিল, 'রুহ বাবা' চরিত্রে ফিরবেন কার্তিক। তবে নায়িকার নাম জানা যায়নি তখন। চলতি সপ্তাহে টি সিরিজ জানাল, কার্তিকের জুটি হচ্ছেন সারা আলী খান, সেই সঙ্গে আরও জানা গেল, আগামী ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হবে সিনেমার শুটিং। এবারও পরিচালকের আসনে থাকছেন অনীজ বাজমি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, তিন মাসের মধ্যেই শেষ হবে ভুল ভুলাইয়া ৩-এর শুটিং। আগামী বছর দীপাবলিতে মুক্তি পাবে এই হরর কমেডি সিনেমা।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'ভুল ভুলাইয়া ২'। করোনা-পরবর্তী সময়ে এ সিনেমা দিয়েই বক্স অফিসে খরা কাটিয়েছিল বলিউড। এ সিনেমার সাফল্য কার্তিককে এনে দিয়েছে সুপারস্টারের তকমা। নায়িকা হিসেবে ছিলেন কিয়ারা আদভানি। 'ভুল ভুলাইয়া' মুক্তি পেয়েছিল ২০০৭ সালে। অভিনয় করেছিলেন অক্ষয় কুমার ও বিদ্যা বালান।

বিদায় বললেন

# আসাদ শফিক

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** সীমিত ওভারে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে না পারলেও টেস্টে পাকিস্তানের মিডল অর্ডারে অন্যতম ভরসার নাম ছিলেন আসাদ শফিক। দেশের হয়ে ৭৭টি টেস্ট খেলা এই ব্যাটার সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিয়েছেন এবার।

৩৭ বছর বয়সী আসাদ শফিক একটা সময় মিসবাহ-উল-হকের অধীনে মিডল অর্ডারে সেরা পছন্দ ছিলেন। ২০১৬ সালে পাকিস্তান টেস্ট র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠেছিল, সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন এই শফিক।

রোববার ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগে করাচি ওয়াইটসের শিরোপাজয়ী অধিনায়ক হয়ে এই বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন শফিক।

২০১০ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হওয়া শফিক দেশের হয়ে ৭৭ টেস্টে ১২ সেঞ্চুরিসহ ৩৮.১৯ গড়ে করেছেন ৪৬৬০ রান। ওয়ানডেও খেলেছেন ৬০টি। তবে খুব সুবিধা করতে পারেননি। ২৪.৭৪ গড়ে ওয়ানডে ক্যারিয়ার শেষ হয়েছে আসাদের। ১০টি টি-টোয়েন্টিতে তিনি করেছেন ১৯২ রান।

বিদায়বেলায় শফিক বলেন, 'খেলাটা শুরু করার সময় আমার যে রোমাঞ্চ এবং উদ্যম ছিল, এখন আর সেটা অনুভব করছি না। ২০২০ সালে দল থেকে বাদ পড়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছি তিন বছর। আশা ছিল, পাকিস্তান দলে ফিরব। তবে এই মৌসুম শুরুর আগেই আমি সিদ্ধান্ত নেই, এটাই হবে শেষ। কারণ আমার বয়সটাও প্রায় ৩৮ হয়ে গেছে। মানুষ বলার আগেই আমার অবসর নেওয়া উচিত।

আসাদ শফিক খেলোয়াড়ি জীবন শেষ করলেও পাকিস্তান ক্রিকেটে তাকে নতুন ভূমিকায় দেখা যেতে পারে। জাতীয় দলের নির্বাচক হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে তার।

# লড়াইয়ে নামছেন মেসি-রোনালদো

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ফের কঠিন লড়াইয়ে লিওনেল মেসির মুখোমুখি হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। প্রায় একমাসের টানাপোড়নের পর অবশেষে মাঠে নামতে সম্মত হয়েছেন বর্তমান ফুটবলবিশ্বের দুই সুপারস্টার। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি মেসির বিপক্ষে মাঠে নামবেন রোনালদো। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিংডম অ্যারেনায় বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় ম্যাচটি শুরু হবে।

গতকাল সোমবার বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা মেসির বর্তমান ক্লাব ইন্টার মায়ামি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ক্লাবটি জানিয়েছে, সৌদি আরবের রিয়াদ সিজন কাপে অংশ নেবে ইন্টার মায়ামি। সেখানেই মুখোমুখি হবে মেসির দল ইন্টার মায়ামি ও রোনালদো দল আল নাসর।

এর আগে গত ২১ নভেম্বর বিষয়টি জানিয়েছিল সৌদি আরবের ফুটবল কর্মকর্তারা। তখন ইন্টার মায়ামি বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছিল, এই ধরনের প্রতিবেদন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব মায়ামি নিশ্চিত করেছে, আগামী ২৯ জানুয়ারি তারা সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলালের বিপক্ষে খেলবে এবং ১ ফেব্রুয়ারি রোনালদোর ক্লাব আল নাসরের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে।

একই ভেন্যুতে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়রের আল হিলালের বিপক্ষে খেলবে মেসির দল। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। চোটের কারণে ওই ম্যাচে খেলতে পারবেন না নেইমার।

মায়ামির ক্রীড়া পরিচালক ক্রিস হেন্ডারসন বলেন, 'এই ম্যাচগুলি আমাদের দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবে কাজ করবে। যা আমাদের নতুন মৌসুমে আসার সাথে সাথে উপকৃত করবে। আল-হিলাল এবং আল নাসরের মতো মানের দলগুলোর বিপক্ষে খেলার সুযোগ পেয়ে আমরা আমাদের দলের জন্য রোমাঞ্চিত।'

জাতীয় দল এবং ক্লাব সব মিলিয়ে মোট ৩৫ বার মেসি-রোনালদো দৈরথ দেখেছিল ফুটবলপ্রেমীরা। এর মধ্যে ১৬ বার জিতেছে মেসির দল। অপরদিকে ১০টিতে জিতেছে রোনালদোর দল। আর বাকি ৯টি ম্যাচ ড্র হয়েছিল।

এসব খেলায় মেসি করেছেন ২১ গোল ও ১২ অ্যাসিস্ট, রোনালদো করেছেল ২০ গোল ও এক অ্যাসিস্ট।

বোর্ডকে না জানিয়েই

# বার্বাডোজে খেললেন আর্চার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে (ইসিবি) না জানিয়েই বার্বাডোজে নিজের পুরনো স্কুলের হয়ে খেলেছেন জোফরা আর্চার। এ বিষয়ে কেন বোর্ডকে অবহিত করা হয়নি, তা এই ইংলিশ পেসারের কাছে জানতে চাইবেন বলে জানিয়েছেন বোর্ডের পরিচালক রব কি।

জানা গেছে, নিজের পুরনো স্কুল ক্রাইস্টচার্চ ফাউন্ডেশনের হয়ে লর্ডসের বিপক্ষে বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন আর্চার। ১৮ রান খরচা করে ৪ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। আর্চারের এমন দুর্দান্ত পারফর্মম্যান্সের স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পোস্ট করেছেন বার্বাডোজ ক্রিকেট।

বিষয়টি জানতে পেরে খানিক বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ইসিবির পরিচালক রব কি। তবে বিষয়টি আরো বিস্তারিত না জানা পর্যন্ত কোনো ধরনের পাবলিক কমেন্ট করতে রাজি হননি তিনি।

ইন্ডিয়া টুডের উদ্ধৃতিতে রব কি বলেছেন, 'আমি এটি সম্পর্কে সচেতন নই, আমি বিষয়টি খুঁজে বের করব। আমরা তার সাথে ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করে যাচ্ছি। তার উপর কোন প্রকার সময়সীমা আরোপ করতে চাই না। এটা আমরা অতীতে করেছি এবং আমরা তা থেকে শেখার চেষ্টা করছি। যদি এটি আরও কয়েক মাস সময় নেয়, তবে তিনি তার ক্যারিয়ার থেকে আরও কয়েক বছর হারিয়ে ফেলেছেন এবং পুরোপুরি ফিরে এসেছেন। সে ওজনের মূল্য সোনার মতো।'

এর আগে ২০২৩ সালের আইপিএলে খেলতে গিয়ে কনুইয়ের ইনজুতি পড়েন আর্চার। এরপর এই ডানহাতি পেসারকে আশেজ সিরিজে পাওয়ার আশা করেছিল ইংল্যান্ড। তিনি চোট থেকে সেরে উঠতে না পারায় আর্চারকে আশেজে খেলানো যায় নি। এরপর খেলতে পারেননি বিশ্বকাপেও।

আগামী ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যেন আর্চার ভালোভাবে খেলতে পারেন সেজন্য তাকে আইপিএলের আগামী আসর থেকে সরিয়ে রেখেছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। এবার বোর্ডকে না জানিয়ে তিনি খেললেন নিজের পুরনো দলে। অথচ বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্রতিটি খেলোয়াড়ের খেলার শিডিউল ঠিক করে দেওয়ার কথাও নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির।

রোহিত ইস্যুতে গম্ভীর

## 'ফর্মে না থাকলে বিশ্বকাপে নেওয়া উচিত নয়'

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** রোহিত শর্মা নাকি হার্দিক পান্ডিয়া, কার নেতৃত্বে আগামী ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাবে ভারত? এই প্রশ্ন এখন দেশটির ক্রিকেট অঙ্গনে বড় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

রোহিতের টি-টোয়েন্টি এপ্রোচের কারণেই প্রশ্নটি উঠেছে বারবার। গত এক বছর ধরে ভারতের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে খেলছেন না রোহিত। যে কারণে ফর্ম হারানোটাই স্বাভাবিক। আর ফর্মহীন কোনো ক্রিকেটারকে বিশ্বকাপে নেওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর।

এএনআই নামের একটি পডকাস্টে দেওয়া বক্তব্যে গম্ভীব বলেন, 'রোহিত শর্মা যদি ভালো ফর্মে থাকে, তাহলে তার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। সে যদি ভালো ফর্মে না থাকে, তবে যে ভালো ফর্মে নেই তাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য নেওয়া উচিত নয়। অধিনায়কত্ব একটি দায়িত্ব। প্রথমে আপনি নিজেকে একজন খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত করবেন এবং তারপরে আপনাকে অধিনায়ক বানানো হবে। একজন অধিনায়কের একাদশে স্থায়ী অবস্থান থাকা উচিত এবং স্থায়ী স্থান ফর্মের উপর নির্ভর করে।'

তবে দলে থাকা না থাকার সঙ্গে বয়সকে বিবেচনা করছেন না ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার গম্ভীর।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'একজন খেলোয়াড়কে কেন বাদ দেওয়া বা বাছাই করা হবে, সেটি বয়সের মাপকাঠিতে হওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র ফর্ম বিবেচনায় রেখে সেটি করা উচিত। অবসর নেওয়াও একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, কেউ তাকে (একজন খেলোয়াড়কে) অবসর নিতে বাধ্য করতে পারে না। নির্বাচকদের বাছাই না করার সমস্ত অধিকার রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত কেউ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে ব্যাট বা বল কেড়ে নিতে পারেন না। ফর্মই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে থাকবে।'

রোনালদোর ৫০ গোলের মাইলফলক,

# আল নাসরের বড় জয়

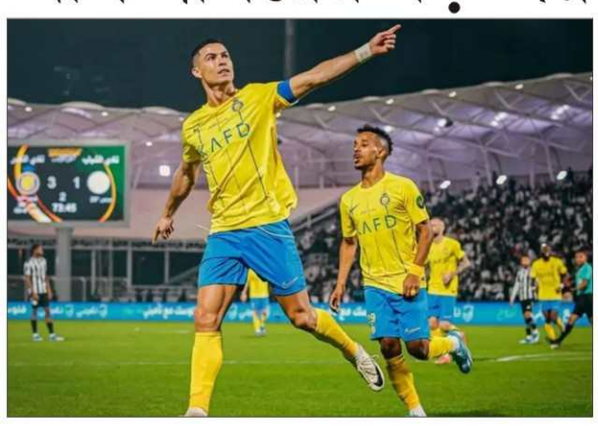

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** কিংস কাপ অব চ্যাম্পিয়ন্সের কোয়ার্টার ফাইনালে ১১ ডিসেম্বর রাতে আল শাবাবকে ৫-২ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আল নাসর। এ ম্যাচে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো স্পর্শ করেছেন ৫০তম গোলের মাইলফলক। রোনালদো ছাড়াও নাসরের হয়ে গোল করেছেন সেকো ফোফানা, সাদিও মানে, আব্দুলরাহমান ঘারিব ও মোহাম্মদ মারান।

সোমবার আল শাবারের বিপক্ষে করা রোনালদোর গোলটিও ছিল চোখ ধাঁধানো। ম্যাচের ৭৪তম মিনিটে বাঁ প্রান্তে আক্রমণে উঠে ওতাভিওকে পাস দিয়ে রোনালদো দ্রুত ঢুকে পড়েন ডি-বক্সে। দুই ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে ওতাভিও বল পাস দেন সিআরসেভেনকে। বল দখলে নিয়ে জোরালো শটে পর্তুগিজ তারকা আল শাবাবের জাল কাঁপান। তাতে তিনি চলতি বছর ৫০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করে নেন। এর মধ্যে ৪০ গোল আল নাসরের হয়ে আর বাকি ১০ গোল পর্তুগালের জার্সিতে।

রোনালদো যতক্ষণে জালের দেখা পেয়েছেন ততক্ষণে চুর্ণ-বিচুর্ণ আল শাবাব। কিংস কাপ অব চ্যাম্পিয়ন্সে তারা পিছিয়ে পড়ে ৪-১ ব্যবধানে। আল নাসরকে ম্যাচের ১৭ মিনিটে প্রথম লিড এনে দেন সেকো ফোফানা। তার সাত মিনিট পর অবশ্য কার্লোসের গোলে সমতায় ফিরেছিল শাবাব। তবে তাদেরকে বেশিক্ষণে স্বস্তিতে থাকতে দেননি সাদিও মানে। ২৮তম মিনিটে ওতাভিওর পাস দখলে নিয়ে তিনি আবার নাসরকে লিডে ফেরান। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্রোজোভিসের পাস থেকে ব্যবধান ৩-১ করেন ঘারিব। এরপর তো পর্তুগিজ তারকা দারুণ গোলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দলের জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে নেন।

৯০ মিনিটে ব্যবধান কমান শাবাবের মিডফিল্ডার হাত্তান বাহেবরি। যোগ করা সময়ে শাবাবের জাল কাঁপিয়ে নাসরের জয়ের ব্যবধানটা ৫-২ করেন সৌদি আরবের ২২ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডার মারান। বড় জয়ে কিংস কাপের সেমিফাইনালে পা রাখে রোনালদোরা। তাতে ১৯৯০ সালের পর আবারও আসরটিতে শিরোপা জয়ের স্বপ্নও টিকে রইলো আল নাসরের।

টাইম-ইস্যুতে আরও কঠোর আইসিসি,

# চালু হলো নতুন নিয়ম

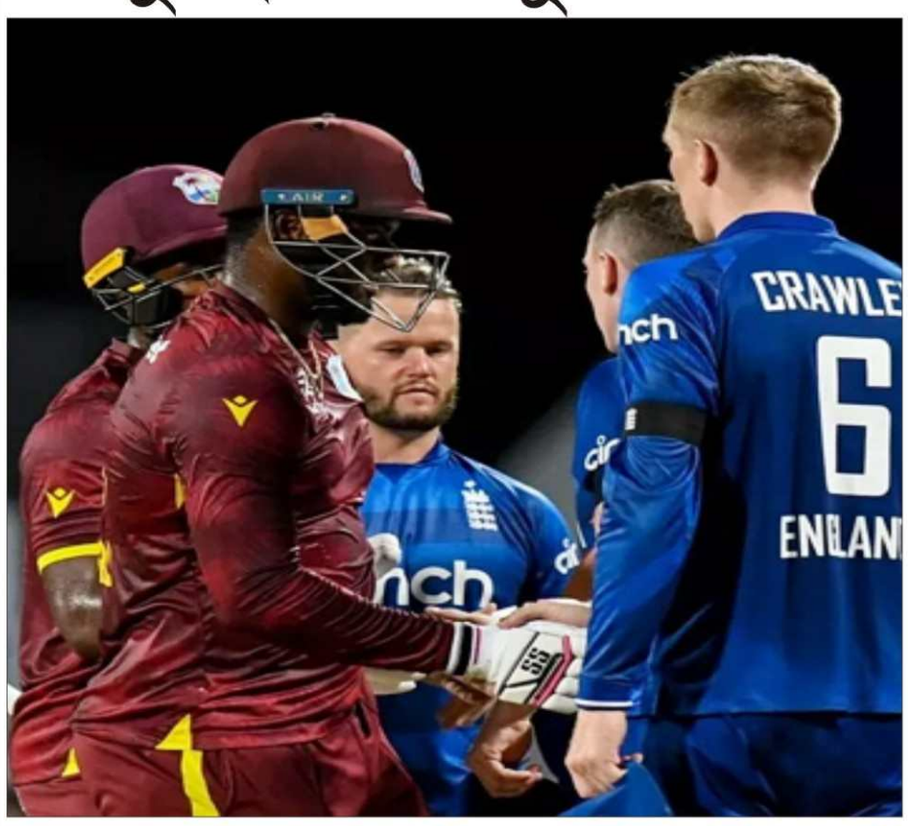

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** সাকিব আল হাসান অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে টাইমড-আউট করার পর থেকে যেন সময় নিয়ে আরও বেশি সিরিয়াস হয়ে গেছে সবাই। এখন হরহামেশাই টাইম-আউটের আবেদন দেখা যাচ্ছে। এবার সময় নিয়ে নতুন এক নিয়ম ঘোষণা করলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। এটি এমন একটি নিয়ম, যা ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে ম্যাচের গতিপথ পরিবর্তন করে দিতে পারে। তবে এই নিয়মের প্রভাব পড়তে চলেছে বোলারদের ওপর।

আইসিসির নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বোলিং দল যদি এক ওভার শেষ হওয়ার পরের ওভারটি শুরু করতে দেরি করে, তবে এখন থেকে তাদের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোলার তার ওভার শুরু না করলে ব্যাটিং দলকে বড় সুবিধা দেওয়া হবে।

পেনাল্টি হিসেবে ৫ রান দেওয়া হবে ব্যাটিং দলকে। তবে বোলিং দল এক ইনিংসে তিনবার এমনটা করলে তবেই এমন শাস্তি দেওয়া হবে এবং ব্যাটিং দল পেনাল্টি হিসাবে ৫ রান পাবে।

**নতুন এই নিয়ম ট্রায়ালে রাখছে আইসিসি**

নতুন নিয়ম চালু করলেও আপাতত পরীক্ষামূলক বা ট্রায়ালে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত নিয়মটি পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হবে। এই নিয়মটি টাইম আউটের অনুরূপ হবে। যেখানে স্টপ ক্লক ব্যবহার করা হবে।

একটি ওভার শেষ হওয়ার পরে, পরের ওভারটি শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা দিয়েছে আইসিসি। যদি দল ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে নতুন ওভার শুরু না করে, তাহলে আম্পায়ার সেটিকে লক্ষ্য করবে এবং দুইবার বোলিং দলকে ওয়ার্নিং দেবে। ইনিংসে যদি তিনবার এমনটি ঘটে, তবে ব্যাটিং দলকে পেনাল্টি হিসাবে ৫ রান দেওয়া হবে।

এই ট্রায়াল নিয়মটি কার্যকর হবে মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) বার্বাডোজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের প্রথম টি-টোয়েন্টি দিয়েই। আইসিসি এক বিবৃতিতে আজ এ কথা জানিয়েছে।

আইপিএল দিয়েই

# মাঠে ফিরবেন পান্ত

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আগামী ২০২৪ সালের আইপিএল দিয়েই ক্রিকেটে ফিরছেন রিশাভ পান্ত। দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক হয়েই মাঠে নামবেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন পান্ত। এরপর আর মাঠে ফিরতে পারেননি এই বাঁহাতি ব্যাটার। মিস করেছেন ২০২৩ আইপিএল সংস্করণ।

ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি আশা করছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবেন পান্ত। তবে উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলবেন নাকি শুধু ব্যাটিং স্পেশালিস্ট হিসেবে খেলবেন সেটি এখনো নিশ্চিত করেনি দিল্লি। তবে পান্তকে অধিনায়ক ও ব্যাটার হিসেবে পেলেও খুশি হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

গত নভেম্বরে প্রথমবারের মতো আইপিএলে ফেরার আলামত দেখিয়েছিলেন পান্ত। তখন কলকাতায় নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লির একটি ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে আগামী আসরের রিটেনশন (ক্রিকেটার ধরে রাখা বা ছেড়ে দেওয়া) নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন পান্ত।

২০২২ সালের গাড়ি দুর্ঘটনায় জেরে পান্তর ডান হাঁটুর তিনটি লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। এরপর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করা হয়। বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআই ন্যাশনাল একাডেমিতে তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR